দৈনিক
জনকণ্ঠ

৬৮

তারিখ ..2 ৪ AUG 1996..
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

■ জ ন্নাথ হলে দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ ■ ভিসি বহিরাগতদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কার দাবি করেছেন

উপা ার্য এমাজউদ্দিনের পদত্যাগের হুমকি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনের হয়েছে। পূর্ববর্তী তিনদি ছা পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী যু ছাত্রলীগের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্র াকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ও বৃহস্পতিবার হয় মধ্যে। জগন্নাথ হলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে এ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধকালে উভয় গ্রুপ প্রায় এক শ' রাউন্ড গুলিবিনিময় করে। এ সময় বহুজাতিক গ্রুপের (গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও অন্যান্য) এক কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়।

এদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দীর্ঘদিনের দুর্গ বলে পরিচিত হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল দখল করে নিয়েছে। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম সকাল দশটায় পদত্যাগ করেছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এফএইচএফ রহমান, শহীদুল্লাহ ও মুহসীন হল বহিরাগতমুক্ত না হলে পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

উপাচার্য এমাজউদ্দিনের

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তয়াবহ আতঙ্ক বিরাজ করছে। নতুন করে সংঘর্ষ রোধ করার জন্য ক্যাম্পাসে রায়টকারসহ বিপুল সংখ্যক বিডিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শাহবাগ, কাটাবন, দোয়েল চত্বর ও নীলক্ষেতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশ পথ থেকে পুলিশ ও বিডিআর তল্লাশির পর যানবাহন ও লোকজন ঢুকতে দেয়া হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টায় ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল করতে করতে কোন প্রকার বাধা ছাড়াই মুহসীন হলে প্রবেশ করে। এর আগে বুধবার গভীর রাতে মুহসীন হলে বিদ্যমান ছাত্রদলের টাঙ্গাইল গ্রুপকে টাঙ্গাইলবিরোধী গ্রুপ বের করে দেয়। টাঙ্গাইলবিরোধী গ্রুপটি রাতে হল পাহারা দেয়। জানা গেছে, এই গ্রুপের আহ্বানেই ছাত্রলীগ মিছিল নিয়ে হলে প্রবেশ করে। এ সময় মুহসীন হল ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে হল ছাত্রদলের অধিকাংশ নেতাকর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রলীগে যোগদান করে। হল দখলের পর সোহেল, রুহুল ও নাহিন নামে ছাত্রদলের তিন নেতা প্রহৃত হন। ছাত্রদল কর্তৃক হল পুনর্দখল রোধ করার জন্য ছাত্রলীগ হলে প্রবেশের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ দিকের গেটটি খোলা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রলীগের মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপ মুহসীন হলে অবস্থানকালে ছাত্রলীগের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী বহুজাতিক গ্রুপটি বেলা সাড়ে ১১টায় জগন্নাথ হলে হামলা করে। হলের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব গেট থেকে গুলি করতে করতে তারা হল কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ে। দ্রুত এ খবর মুহসীন হলে পৌঁছলে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপ জগন্নাথ হল এলাকায় আসে এবং দুপুর পৌনে ১২টায় হলের উত্তর গেট থেকে গুলি করতে করতে প্রবেশ করে। এ সময় হলে অবস্থানরত বহুজাতিক গ্রুপটিও পাল্টা গুলি করতে থাকে। যুদ্ধরত এ ছাত্রলীগ কর্মীদের নিবৃত্ত করতে পুলিশ এ সময় ১০/১২ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে বহুজাতিক গ্রুপটি জগন্নাথ হলের পূর্ব পাশের দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়। এসময় দয়াময় বিশ্বাস দীপু নামে বহুজাতিক গ্রুপের এক কর্মী ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। এছাড়া সানু নামে এক কর্মী কাটাতারের আঘাতে আহত হয়।

এদিকে আমাদের কোর্ট রিপোর্টার জানান, গত বুধবার গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি চায়। কিন্তু কোর্ট রিমান্ড না দিয়ে তাঁকে চিকিৎসার জন্য পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া গ্রেফতারকৃত ২৯ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন, বিস্ফোরক দ্রব্য বহন, পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা দানের অভিযোগে চারটি মামলা দায়ের করা হয়। তাদেরকে একদিনের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়। ছাত্রদল নেতাকর্মীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া, মাসুদ আহমেদ তালুকদার প্রমুখ।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সৃষ্ট পরিস্থিতির জের হিসাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল কর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে এক ঘণ্টার জন্য ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। অবরোধের সময় কয়েক শ' যানবাহন উভয় পাশে আটকা পড়ে। অবরোধকালে এক সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি সাব্বির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক আসাদ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা আটককৃত ছাত্রদলের সকল নেতা-কর্মীর মুক্তি দাবি করেন।